ষষ্ঠ পাঠ

বিশ্বাসীর পরিচর্যায় মণ্ডলী

আপনি নিশ্চয় নাটক দেখেছেন অথবা রেডিওতে শুনেছেন। কিছু দিন আগে আমি একটি নাটক দেখেছিলাম, সেটি সত্যই সুন্দর এবং সব দিক দিয়ে নিখুঁত ছিল। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল। পুরো ঘটনার মধ্যে যেমন ছিল অনুভূতির তীব্র আবেগ, তেমনি এটি ছিল বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটি অংশ ও অবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট মিল এবং অবস্থান সত্যই লক্ষ্যণীয় ছিল। সবচেয়ে কৃতিত্ব বা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন নাটকটির প্রযোজক। কাকে কোন চরিত্র দিতে হবে, কোন অংশে কে কিভাবে অভিনয় করবে এ সবই তার পরিচালনায়ই ঠিক হয়েছিল। তার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছোট কি বড় প্রত্যেক অভিনয়কারী তাদের স্ব স্ব চরিত্র বা অংশ এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যে প্রত্যেকটি দর্শকের মনে নাটকটি গভীর প্রভাব রাখতে পেরেছিল।

মণ্ডলীর পরিচর্যাকেও এই নাটকের সাথে তুলনা করা যায়। আমরা প্রত্যেকেই একই চরিত্রে অভিনয় করি না, কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাই। এখানে কোন কোন চরিত্র বা দায়িত্ব থাকে খুব বড়, কিন্তু ছোট চরিত্র বা অংশকেও তার সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ যে কোন একজন তার অংশ সম্পন্ন না করলে পুরো ঘটনাটাই অস্পষ্ট বা বিশৃংখলা হয়ে পড়ে। আমাদের প্রযোজক বা পরিচালকের হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিতে হবে, যেন তিনি প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন। যখন মণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্য তাকে দত্ত ঈশ্বরের পরিচর্যায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়, তখন সেখানে সৌন্দর্য ও একতা লক্ষ্য করা যায় যা প্রত্যেকে গঠন করে তোলে।

আগের পাঠে আমরা ঈশ্বরের প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের প্রতি পরিচর্যার স্বাভাবিক ফল হল অন্যদেরকে জয় করার আকাংখা। এই পাঠে আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে মণ্ডলীকে তার নিজের পরিচর্যার জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে, যেন এই পৃথিবীর সর্বস্থানে উদ্ধারকাজ করবার জন্য সে প্রস্তুত হতে পারে।

পাঠের খসড়া

দেহ পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা
দেহে পরস্পরকে গেঁথে তোলা।
দেহে নিজকে গেঁথে তোলা
দেহে জীবন যাপন

পাঠের লক্ষ্য

এই পাঠ শেষ করলে পরে আপনি—

* মণ্ডলীর নিজের প্রতি পরিচর্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
* আত্মার ফলগুলি বর্ণনা করতে এবং খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে কিভাবে এগুলি উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

* মণ্ডলীর নিজের প্রতি পরিচর্যায় আত্মার দানগুলির উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।
* আত্মার ফল ও আত্মার দানগুলি লাভ করার মাধ্যমে আত্মিক জীবনে আরো বেশী পূর্ণতার আকাংখা লাভ করবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১। প্রথম পাঠে যেভাবে পড়তে বলা হয়েছে সেভাবে পাঠটি পড়ুন। পাঠের মধ্যকার বাইবেলের পদগুলি পড়তে ভুলবেন না। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে সব প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।

২। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন এবং পরে উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী

সামঞ্জস্য	কৃতিত্ব	প্রযোজক	সামগ্রিক
	সমন্বয়	প্রতিচ্ছবি	নির্দোষিতা
	নিস্ত্রীয়	তুলাদণ্ড	স্তোত্র

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

দেহ পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ্য ১ঃ মণ্ডলীর সদস্যদের পরস্পরের প্রতি পরিচর্যা করা কেন প্রয়োজন তার কারণ বলতে পারা।

মণ্ডলী হ'ল উদ্ধারপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের সমাজ। এই উদ্ধারপ্রাপ্ত সমাজ গড়ে উঠেছে (১) খ্রীষ্ট এর জন্য কি করেছেন ; (২) খ্রীষ্টের মধ্যে এর স্থান কোথায় ; এবং (৩) খ্রীষ্টের জন্য এর কর্তব্য কি— তার উপর ভিত্তি করে। যে জীবন পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বাসীদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, প্রত্যেক সদস্যকে তা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য যা করেছেন তা অবশ্যই তাদের অন্যদের জানাতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই পরস্পরকে প্রভুতে গেঁথে তুলতে এবং উৎসাহিত করতে হবে।

উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজ বা মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি ? এই ধরণের সমাজের কি প্রয়োজন ? বাইবেলে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর পাই। যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর পিতার কাছে যাবার আগে, শিষ্যদেরকে বলেছিলেন—

> এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতীর লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব শিক্ষা দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি (মথি ২৮ঃ১৯-২০)।

প্রভুর এই কথাগুলিকে আমরা মহান আদেশ বলে থাকি। এই বাক্যগুলি সত্যই আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। মণ্ডলীকে দুইটি কাজ করবার নির্দেশও এখানে দেওয়া হয়েছে (১) শিষ্য করা এবং (২) শিক্ষা দেওয়া। শিষ্য করাকে আমরা সুসমাচার প্রচার কাজ (ইভানজেলাইজম), এবং শিক্ষা দেওয়াকে গঠন বা গড়ে তোলা বলতে পারি।

সুসমাচার প্রচার ও গঠন একই সাথে কাজ করে থাকে। মহান আদেশের বাস্তবায়নের জন্য এই দুটিই প্রয়োজনীয়। এই দুটিকে বাদ দিলে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরস্পরের সাথে এদের সম্পর্ককে একটি কাইচির দুইটি ফলার সাথে তুলনা করা যায়। একটি ফলার সাহায্যে কিছুই করা যায় না। দুইটি ফলারই প্রয়োজন রয়েছে।

সুসমাচার প্রচার হল পৃথিবীর প্রতি মণ্ডলীর পরিচর্যা। এখানে মণ্ডলীকে আমরা পৃথিবীর জন্য কাজ করতে দেখি। মণ্ডলী অবিশ্বাসী-দের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য এগিয়ে যায়। পরবর্তী পাঠে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এই পাঠে আমরা মণ্ডলীর নিজের প্রতি বা বিশ্বাসীদের প্রতি পরিচর্যা সম্পর্কে লক্ষ্য করব। যার মধ্যে উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজ হিসাবে মণ্ডলীর নিজেকে গেঁথে তোলা বা গঠনের বিষয়টি, মুখ্য বা প্রধান বিষয় হিসাবে থাকবে।

১। মণ্ডলীকে কেন উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজ বলা হয়েছে? (সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।)

ক) এটি এমন লোকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে যারা জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়েছে, যেন তারা তাদের সম্পূর্ণ সময় ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে পারে।

খ) পাপ থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত বিশ্বাসীকে নিয়ে এটি গড়ে উঠেছে। জগতের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে।

মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের দেহ বলা হয়েছে। তাই নিজের প্রতি এর পরিচর্যাকে আমরা দেহ পরিচর্যা বলতে পারি। আমরা মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যা সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে তার নিজের দেহের প্রতি পরিচর্যার বিষয় বলতে চাই। এর কারণ হল, জগত তখনই বিশ্বাসীদের কথা বিশ্বাস করবে যখন তারা তাদের সাক্ষ্যে ভালবাসা, ঐক্য, এবং ঐশ্বরিক জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাবে। প্রত্যেক বিশ্বাসী, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসী সমাজকে খ্রীষ্টের জন্য অন্যদের লাভ করবার উদ্দেশ্যে আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। জগতের কাছে ফলবান সাক্ষ্য বহন করতে হলে মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টিয় মনোভাবের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

মণ্ডলী ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে এটি কি (উদ্ধারপ্রাপ্ত সমাজ) এবং এটি কি করে (উদ্ধারকারী সমাজ) তার দ্বারা। মণ্ডলী কি করে তার চেয়ে মণ্ডলী কি সেটিই আমরা প্রথমে

দেখতে পাই। মণ্ডলীর যথেষ্ট মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে। "খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসে তার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন" (ইফিষীয় ৫ঃ২৫ নতুন ধারা) ঈশ্বর নিজেই মণ্ডলীকে মনোনীত করেছেন কিন্তু এটি তার প্রেমের পাত্র। সুতরাং মণ্ডলীকে সব সময়ই ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

২। খ্রীষ্টের দেহের সদস্যদের পরস্পরের পরিচর্যা করা প্রয়োজন কেন তার সঠিক কারণগুলি চিহ্নিত করুন।

ক) পরস্পপরের প্রতি পরিচর্যার ফলে তাদের জীবনে ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়।

খ) পরস্পরকে গেঁথে তোলা ও উৎসাহ দেওয়ার দায়িত্ব তাদের রয়েছে।

গ) মহান আদেশে খ্রীষ্টিয়ানদের পরস্পরকে গঠন করবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর ফলে তা সম্পূর্ণ হয়।

ঘ) অবিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে হলে মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টিয় মনোভাবের একটি পরিবেশ থাকা প্রয়োজন।

ঙ) ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র হিসাবে মণ্ডলীর যথেষ্ট মূল্যে রয়েছে, তাই ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করবার জন্য নিজের প্রতি দায়িত্ব হিসাবে এর প্রয়োজন রয়েছে।

দেহে পরস্পরকে গেঁথে তোলা

লক্ষ্য ২ঃ কিভাবে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

মণ্ডলীর নিজের প্রতি পরিচর্যার ফলে এর সদস্যরা আত্মিক জীবনে পরিপক্ক হয়ে ওঠেন। মণ্ডলী বলতে এক সহভাগিতায় আবদ্ধ বিশ্বাসীদের সমাজকে বুঝান হয়ে থাকে। সমাজ আমাদের কাছে দেওয়া—নেওয়া, সহভাগিতা, পরস্পর প্রেম ও সহযোগিতার ধারণা প্রকাশ করে। খ্রীষ্টিয় সমাজের প্রত্যেকটি

সদস্যকে অবশ্যই এর দায়িত্বপূর্ণ সদস্য হতে হবে। "এক অংগ অপর অংগকে তার নিজস্ব ধারায় সাহায্য করবে যেন সারা দেহ সবল, প্রাণবন্ত ও প্রেমে ভরপুর থাকে "(ইফিষীয় ৪:১৬ নতুন ধারা)।

যে মুহূর্তে কোন লোক খ্রীষ্টে সত্য ও ত্রাণকারী বিশ্বাস স্থাপন করে তখনই সে খ্রীষ্টিয়ান হয়। এই সময়ই তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল খ্রীষ্টে গেঁথে যায়। এই ভিত্তিমূলের উপরই এরপর সে সারা জীবন গেঁথে যাবে। খ্রীষ্টে নিজের জীবন গড়ে তোলা ও অন্যদেরকে সেই কাজে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের। যতই আমরা তা করি, ততই আমাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্র সংগঠিত হয়।

প্রভু যীশু মণ্ডলীকে নিজেকে গড়ে তুলবার যে কাজ দিয়েছেন সেটি খুব সহজ নয়। তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে সক্ষম হই। পবিত্র আত্মাকে সহায় বা সাহায্যকারী বলা হয়েছে (যোহন ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭)।

পবিত্র আত্মা কি ধরনের সাহায্য আমাদের দিতে চান? মণ্ডলীকে গঠন করবার জন্য তিনি দুই ধরনের সাহায্য সাধারণতঃ দিয়ে থাকেন।

১। আত্মার ফল—আত্মা আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের গুণাবলী উৎপন্ন করেন। এই ফলগুলি আমাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্র গঠনে যথেষ্ট প্রভাব রাখে। আমাদেরকে সাক্ষ্যদান ও সেবার জন্য প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে মণ্ডলীতে এর অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে। প্রভুতে আমাদের বৃদ্ধি ও উন্নতির পরিমাণ এই ফলই প্রকাশ করে।

৩। গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ পড়ুন, তারপর পদগুলিতে দেওয়া আত্মার ফলগুলি না দেখে লিখতে চেষ্টা করুন।

.....

.....

৪। পবিত্র আত্মা আত্মার ফলগুলি আমাদের দেন, আমাদের জীবনে এগুলির উন্নতির সাধনে আমাদের দায়িত্ব কি ?

.....

.....

২। আত্মার দান—পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে আত্মিক দানগুলি দেন দেহের সদস্যদের পরিচর্যার উদ্দেশ্যে, এবং দেহের বিশেষ বিশেষ পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে। এ বিষয় আরো লক্ষ্য করবার আগে ১ করিন্থীয় ১২ঃ৪-১১ পদে আত্মার দানগুলি সম্বন্ধে পড়ুন। আপনার মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে এর কতগুলি আপনি দেখতে পান ?

৫। এই শাস্ত্রাংশে আমরা লক্ষ্য করেছি যে পবিত্র আত্মা দেহের সদস্যদের বিভিন্ন দান দেন। এই দানগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব কি ?

.....

.....

ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য খ্রীষ্টের মত যে চরিত্র আমাদের প্রয়োজন, তা আমাদের জীবনে গড়ে তুলবার জন্য পবিত্র আত্মা, আত্মার ফলগুলির বন্দোবস্ত করেছেন। এছাড়াও এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য যে ক্ষমতা আমাদের প্রয়োজন, তার জন্য তিনি আত্মার দানগুলির বন্দোবস্ত করেছেন। প্রচার এবং গঠন যেমন এক সঙ্গে কাজ করে, তেমনি আত্মার দানও এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। করিন্থীয় মণ্ডলীর কোন দানের অভাব ছিল না (১ করিন্থীয় ১ঃ৭)। তথাপি একে একটি অপরিপক্ক মণ্ডলী বলা হয়েছে, কারণ আত্মার ফলগুলি থেকে খ্রীষ্টের যে চরিত্র গঠিত হয়, তা তার ছিল না। এর জন্যই প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে মণ্ডলীর কাছে, প্রেমের ফলকে আত্মার ফলের চেয়ে বড় করে দেখিয়েছেন। আত্মার ফলগুলি

ছাড়া এখানে দানগুলি নিষ্ক্রীয়। ফলবান দেহ পরিচর্যার জন্য দুটিরই প্রয়োজন রয়েছে।

৬। খ্রীষ্টের দেহ যেন নিজেকে প্রভুতে গেঁথে তুলতে পারে, সেজন্য যে দুই ধরণের সাহায্য পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে দিয়ে থাকেন, সেগুলি লিখুন।

.....

.....

৭। এই সাহায্যগুলি কিভাবে মণ্ডলীর গড়ে ওঠাকে সম্ভব করে তোলে ?

.....

.....

দেহে নিজেকে গেঁথে তোলা

লক্ষ্য ৩ ঃ আত্মার ফলগুলি চরিত্রের যে গুণাবলী বিশ্বাসীর জীবনে উৎপন্ন করে, সেগুলি চিনতে পারা।

খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মাপকাঠি বা তুলাদণ্ড। তিনিই সেই কোনার প্রধান পাথর যার উপর জীবন্ত প্রস্তর যে আমরা, আমরা অবস্থান করছি। প্রেরিত পৌল ইফিষীয়দের বলেছেন ঃ

প্রেরিত আর নবীরা হলেন ভিত্তি, আর সেই ভিত্তির প্রধান পাথর খ্রীষ্ট যীশু নিজে। সেই ভিত্তির উপরেই তোমাদের গাঁথা হয়েছে। খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগ থাকবার দরুন দালানের সমস্ত অংশ এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রভুর থাকবার জন্য একটা পবিত্র ঘর গড়ে উঠেছে। তোমরা তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছ এবং সেই জন্য তোমাদেরও এক সঙ্গে গেঁথে তোলা হচ্ছে, যেন পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের থাকবার জায়গা হতে পার (ইফিষীয় ২ঃ২০-২২)।

প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য (ইফিষীয় ২ঃ১৯)। আত্মিক বৃদ্ধি একটি তত্ত্বাবধানকারী পরিবারে সবচেয়ে ভালভাবে সম্ভব হয়। মণ্ডলী যখন দৃঢ় সহভাগিতায় আবদ্ধ থাকে তখন আত্মিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রত্যেক বিশ্বাসীকে উপলব্ধি করতে হবে যে সে ঈশ্বরের পরিবারের একটি অংশ। পরিবারের অন্যদের সাথে তার সময় কাটাতে হবে। অন্য বিশ্বাসীদের সাথে সুসম্পর্ক এবং সহ-ভাগিতার তীব্র আকাংখা তার থাকতে হবে।

সহভাগিতার মাধ্যমে আত্মিক চরিত্র গড়ে ওঠে। যতই আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা বন্ধনে আবদ্ধ হই ততই অন্যদের প্রতি খ্রীষ্টিয় ভালবাসার প্রয়োজন আমরা বুঝতে সক্ষম হই, এবং আমাদের সম্পর্কে এটি প্রয়োগ করি। অন্যান্য সমস্ত ফলগুলি উৎপন্ন হয় পরস্পরের প্রতি আমাদের খ্রীষ্টিয় ভালবাসা থেকে।

প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন খ্রীষ্টের মত হয়ে ওঠে, সেটি পবিত্র আত্মা আকাংখা করেন। "ঈশ্বর যাদের আগে থেকেই চিনতেন তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত হবার জন্য আগেই ঠিক করেও রেখেছিলেন··· ···" (রোমীয় ৮ঃ২৯)। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা কি করি তার চেয়ে আমরা কি, উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে আমাদের জীবনে ঈশ্বর সেটিই প্রথমে লক্ষ্য করেন। আমরা কি, তার প্রকাশ দেখা যায় আমরা কি করি তার মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন দানশীল লোক দান করেন। একজন সহৃদয় ব্যক্তি অন্যদের প্রতি

সবকিছুই সহৃদয়তা বা ভালবাসার সাথে করে থাকেন। আমরা জানি খ্রীষ্ট আমাদের ভাল বাসেন। কারণ কালভেরীতে মৃত্যুর মধ্যে তিনি আমাদের জন্য তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। আমাদের আদর্শ হলেন খ্রীষ্ট। জগতের সামনে আমাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে হবে। আমাদেরকে খ্রীষ্টের মত হতে হবে।

আমরা কিভাবে খ্রীষ্টের মত হতে পারি? খ্রীষ্টের চরিত্রের অধিকারী হবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর সাথে সময় কাটান। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের জীবনে খ্রীষ্টের স্বভাব দান করেন। যতই আমরা প্রার্থনায় ও বাক্য পাঠে তাঁর সাথে সময় কাটাই ততই তাঁর মত হবার আকাংখা আমাদের জীবনে বৃদ্ধি পায়। পিতর ও যোহনের মধ্যে অন্যরা খ্রীষ্টের চরিত্র দেখতে পেয়েছিল (প্রেরিত ৪ঃ১৩)।

খ্রীষ্টের দেহের অন্যান্য সদস্যদের সাথে থাকতে থাকতেও আমরা খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠি। এ সম্বন্ধে প্রেরিত পৌল বলেছেন:

> "কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্ত্তণে পরস্পর আলাপ কর;...'' (ইফিষীয় ৫ঃ১৯ পুরাতন অনুবাদ)। "তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্ত্তণ দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর'' (কলসীয় ৩ঃ১৬ পুরাতন অনুবাদ)। যতই আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতায় থাকি ততই আমাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্রের গুণাবলী বা আত্মার ফলগুলি অভ্যাস করবার সুযোগ হয়।

বিশ্বাসীর জীবনে খ্রীষ্টের চরিত্র আত্মার ফলই উৎপন্ন করে। এ সময় আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে খ্রীষ্টের জীবনে এই ফলগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

১। প্রেম—১ করিন্থীয় ১৩ঃ৪-৮ পদে প্রেমের সজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন। এই পৃথিবীতে থাকাকালে যীশু এই ধরণের ভালবাসাই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার ভালবাসা আসলে এর চেয়েও মহান।

৮। যোহন ১৫ঃ১৩ এবং ১ যোহন ৩ঃ১৬ পদ পড়ুন।

ক) প্রেমের কি মহান প্রকাশ যীশু আমাদের দেখিয়েছেন?

.....

খ) এই একই ধরণের প্রেম আমরা কিভাবে দেখতে পারি?

.....

২। আনন্দ—যোহন ১৭ঃ১৩ পদে শিষ্যদের জন্য প্রার্থনার সময় যীশু তাঁর আনন্দের বিষয় বলেছেন, "..... আর আমার আনন্দে যেন তাদের অন্তর পূর্ণ হয় সেই জন্য জগতে থাকতেই এই সব কথা বলছি।" তার কি আনন্দ ছিল? ইব্রীয় ১২ঃ২ পদে এ সম্বন্ধে আমরা লক্ষ্য করি ঃ

> এস, বিশ্বাসের আদি ও অন্ত সেই যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি। মৃত্যুর পরে আনন্দের কথা মনে রেখেই যীশু ক্রুশের উপর সেই লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করলেন। আর এখন তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের পাশে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসে আছেন। (নতুন ধারা)।

আমাদের লক্ষ্য যখন যীশুর প্রতি স্থির থাকে তখন যতই অসুবিধা বা বিরূপ অবস্থা দেখা দিক না কেন আমরা তাঁর আনন্দে আনন্দিত হতে পারি, কারণ আমাদের হৃদয় স্বর্গবাসের আনন্দের প্রত্যাশা রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যার উপর নির্ভর করে তাঁর সাথে এক নিখুঁত সহভাগিতা আমরা সেখানে লাভ করব। আনন্দ হল, আমরা যাকে ভালবাসি তার সাথে থাকবার ফল।

৩। শান্তি—যীশু আমাদের তাঁর শান্তি দান করেছেন। যোহন ১৪ঃ২৭ পদে লেখা আছে, "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; জগৎ যেভাবে দেয় আমি সেই ভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।"

৯। যিশাইয় ২৬ঃ৩ এবং ফিলিপীয় ৪ঃ৭ পদ পড়ুন। কিভাবে আমরা খ্রীষ্টের শান্তি লাভ করি ?

...., ...

খ্রীষ্টের সাথে আমাদের প্রেমের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আনন্দ ও শান্তি প্রবাহিত হয়। এই ফলগুলিকে আমরা ঈশ্বরের প্রতি পরিচর্যার ফল হিসাবে বর্ণনা করতে পারি।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত
ফল
প্রেম
আনন্দ
শান্তি

৪। ধৈর্য—যীশু পরিচর্যার সময় অনেকবার তাঁর ধৈর্য প্রকাশ করেছেন। যখন পিতর তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব ? সাত বার কি ?" যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, "কেবল সাতবার নয়, কিন্তু আমি তোমাকে সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত ক্ষমা করতে বলি" (মথি ১৮ঃ২১-২২)। অনেক সময় যীশুকে অনুসরণরত জনতাকে নিয়ে শিষ্যরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে, এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু যীশু ধৈর্যের সাথে তাঁর স্বভাবের মাধ্যমে শিষ্যদের দাসের পরিচর্যা করতে শিখিয়েছেন। জগতের প্রতি তিনি তাঁর ধৈর্যের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করেছেনঃ ".....তিনি তোমাদের প্রতি ধৈর্য ধরছেন, কারণ কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায় এটা

তিনি চান না, বরং সবাই যেন পাপ থেকে মন ফিরায় এটাই তিনি চান" (২ পিতর ৩ঃ৯)। যতই আমরা খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠি ততই ধৈর্যের ফল আমাদের জীবনে উন্নতি লাভ করে, এবং আমরা অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে সক্ষম হই।

৫। কোমলতা—যীশু লোকদের প্রতি প্রচুর দয়া বা করুণা প্রকাশ করেছেন। ব্যাভিচারের দোষে যে স্ত্রীলোককে তার সামনে আনা হয়েছিল, তিনি তার সাথে ও অভিযোগকারীদের সাথে খুবই কোমল বা মার্জিতভাবে ব্যবহার করেন, এবং সেই স্ত্রীলোককে বলেন, "যাও, আর পাপ করো না" (যোহন ৮ঃ১১ নতুন ধারা)। বিচার সভায় পিতর যখন যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন তখন যীশু শুধুমাত্র পিতরের দিকে ফিরে কোমলভাবে তাকিয়েছিলেন (লূক ২২ঃ৬১)। যিশাইয় যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করবার সময় তাঁকে একটি শান্ত মেষের সাথে তুলনা করেছেন ঃ "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩ ঃ ৭)। যখন মানুষ আপনাকে মিথ্যা দোষ দেয়, অথবা কোনভাবে আপনাকে দুঃখিত করে, তখনও কি আপনি এইভাবে বিনম্র আচরণ করতে পারেন? অন্য লোক যখন আপনার বিরুদ্ধে নির্দয় আচরণ করে তখনও কি আপনি তার প্রতি সদয় থাকতে পারেন? যতই আমরা যীশুর সাথে সময় কাটাই ততই আমরা মৃদুতার বা নম্রতায় বৃদ্ধি পেতে থাকি।

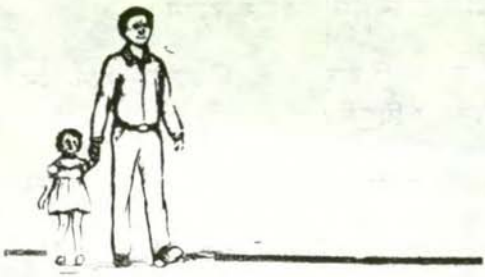

অন্যদের সাথে সম্পর্কযুক্ত
ফল
ধৈর্য
কোমলতা
মহত্ব

৬। মহত্ব—"সদাপ্রভু মঙ্গলময় ও সরল, এই জন্য তিনি পাপী-দিগকে পথ দেখান" (গীত ২৫ঃ৮)। "সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সংকটের দিনে তিনি দুর্গ ; আর যাহারা তাঁহার শরণ লয়, তিনি তাহাদিগকে জানেন" (লুক ১ঃ৭)। "আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।.....যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না" (যিশাইয় ৫৩ঃ৮-৯)।

মহত্বের মধ্যে শুদ্ধতা থাকবে—যে মহৎ সে শুদ্ধ বা খাঁটি। একটা সুন্দর ফলের উপর খারাপ একটি দাগ সমস্ত ফলটাকে কর্দম করে তোলে। যীশু মঙ্গল বা মহত্বের নিখুঁত উদাহরণ। ২ করিন্থীয় ৫ঃ২১ পদে লেখা আছে, "যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না ; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকবার দরুন ঈশ্বরের নির্দোষিতা আমাদের নির্দোষিতা হয়।" শুধুমাত্র তাঁরই মধ্যে দিয়ে আমরা মহৎ বা মঙ্গলজনক হতে পারি। আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে এই গুণের প্রকাশ হতে হবে। প্রেরিত ১০ঃ৩৮ পদে আমরা দেখতে পাই যে যীশু, "ভাল কাজ করে বেড়াতেন ....." এই কথা কি আপনার সম্বন্ধে বলা যায় ?

ধৈর্য, কোমলতা, এবং মহত্ব অন্য লোকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতগুলি চারিত্রিক ফল বা গুণ। এই ফলগুলিকে আমরা অন্য লোকদের পরিচর্যার ফল হিসাবে বর্ণনা করতে পারি।

৭। বিশ্বস্ততা (বিশ্বাস)—বিশ্বাসে সিদ্ধ যে সেই বিশ্বস্ত। যীশু তাঁর পিতার বাধ্যতার দ্বারা তাঁর বিশ্বাস প্রমাণ করেছেন।

১০। নীচের পদগুলিতে স্বর্গস্থ পিতার প্রতি যীশুর যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি লিখুন।

ক) যোহন ৫ঃ৩০.....

.....

খ) মথি ৬ঃ১০ .....

.....

গ) লুক ২২ঃ৪২.....

.....

পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবার জন্য আমাদের বাধ্যতার মধ্য দিয়েই বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। একজন বিশ্বস্ত লোকের উপর সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করবার জন্য লোকের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

৮। নম্রতা—আমরা ইতিমধ্যেই যীশুর মৃদুতা বা কোমলতার বিষয় আলোচনা করছি। এই ধরনের বাক্যগুলি প্রায় একই অর্থ বহন করে, কিন্তু এখানে এই বিশেষ আত্মার ফলটি বিনয় বা অবনত হবার ভাব প্রকাশ করে। একজন বিনম্র লোক অংহকারী বা গর্বিত নয়। নিজেকে অবনত করা, অস্বীকার করা, কিম্বা অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব তার থাকে। গ্রেফতার, বিচার ও ক্রুশীয় মৃত্যুর সময় খ্রীষ্টের জীবনে আমরা এই মনোভাবগুলি লক্ষ্য করি। বিশ্বাসীদের কাছে কথা বলবার সময় প্রেরিত পিতর বলেছেন, "তোমাদের অন্তরটা সুন্দর হোক, শান্ত-নম্র মধুর হোক তোমাদের স্বভাব, ...আর তাতেই তোমরা হবে ঈশ্বরের চোখে মহামূল্যবান" (১ পিতর ৩ঃ৪ নতুন ধারা)।

১। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (সংযম)—আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থ, আমাদের কামনা বা বাসনাকে দমন করে তাকে আত্মার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। যীশুকে যখন শয়তান পরীক্ষা করছিল তখন আমরা তাঁর জীবনে প্রকৃত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাই (মথি ৪ঃ১-১১ পদ পড়ুন)। ইব্রীয় ৪ঃ১৫ পদে আমরা আমাদের মহা-যাজক, যীশুর বিষয় দেখতে পাই :

আমাদের মহা-পুরোহিত এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সংগে ব্যথা পান না। কারণ আমাদের মত করে

তিনিও সব দিক থেকেই পাপের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ পাপ করেননি।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ, আমরা যা কিছু করি তার সব কিছুতেই সামঞ্জস্য থাকে। এর মধ্যে মিতাচার রয়েছে-অর্থাৎ আমাদের যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত আমরা পেতে চেষ্টা করি না। বরং আমাদের প্রতিটি চিন্তা, আকাংখা ও কাজকে আমরা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেই। রোমীয় ১২ঃ১-২ পদে এই বিষয় বলা হয়েছে ঃ

> তোমাদের দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ হিসাবে ঈশ্বরের হাতে তুলে দাও। সেটাই হবে তোমাদের জন্য উপযুক্ত সেবা। জগতের চাল-চলনের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়ো না, বরং ঈশ্বরকে তোমাদের মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ওঠো, যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভাল, সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট।

বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এগুলি আমাদের চরিত্রের কতগুলি গুণ। এই ফলগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিচর্যার ফল হিসাবে বর্ণনা করতে পারি।

আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত
ফল
বিশ্বস্ততা
নম্রতা
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

আত্মার ফলগুলি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে জানবার জন্য আই,সি,আইর এ ধরনের বইগুলি (আত্মিক দানগুলি) পড়বার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি।

১১। নীচের বা পাশের বর্ণনাগুলি যে আত্মিক গুণাবলীর কথা প্রকাশ করে সেগুলি ডান পাশে লিখুন।

গুণ

ক) শিশির পরিত্রাণ পাওয়ার পর, একজন অসুখী সব সময় অভিযোগকারী লোক থেকে এখন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক নতুন সুখী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। .....

খ) বীনা শান্ত থাকতে এবং যখন কেউ তাকে সমালোচনা করে তখন প্রতিবাদ না করতে শিখেছে। .....

গ) যাকোব পবিত্র আত্মাকে তার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়ে দেখতে পেয়েছে যে, সে মন্দ আকাংখা প্রতিরোধ করতে পারছে, এবং একটি বাধ্য জীবনের অধিকারী করেছে। .....

ঘ) মিনু খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পর থেকে মানুষকে সাহায্য করতে এবং আত্মিকভাবে দুর্বলদের উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছে। .....

ঙ) বিমল একজন নিঃস্বার্থপর, যত্নশীল লোক, যে নিজের চেয়েও অন্যদের সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করে। .....

চ) সুশান্ত এমন ধরনের লোক যে সবসময় তার প্রতিজ্ঞা পালন করে। সে যা বলবে তাই করবে বলে তার উপর নির্ভর করা যায়। মণ্ডলীর উপাসনায় সে নিয়মিত উপস্থিত হয়। .....

ছ) রিতার নিরব, শান্ত আত্মা, চরম বিপদেও সদাপ্রভুর উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে। .....

জ) লোকের সাথে অদ্ভুত ব্যবহার এবং বিশ্বাসীদের প্রতি সুন্দর পরিচর্যার জন্য শিল্পী সবার কাছে পরিচিত।

ঝ) স্বপন সেই লোককে পুনর্বার সুযোগ দিতে চায়
যে লোক একই বিষয়ে বার বার ভুল করছে
বলে মনে হয়। .....

১২। আপনার জীবনে আত্মার যে ফলগুলির আরো বৃদ্ধি প্রয়োজন সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন। অন্যদের পরিচর্যা করতে করতে পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দিন, যেন তিনি আপনার জীবনে এই ফলগুলি উৎপন্ন করতে পারেন। (আপনার নোট খাতায় ফলগুলি চিহ্নিত করুন।)

গালাতীয় ৫ঃ১৯-২১ পদ আত্মার ফলগুলির বিপরীত মাংসের ফলগুলি বর্ণনা করে। আপনি কি বুঝতে পারেন, যখন আপনি আত্মার দ্বারা পরিচালিত হন তখন কেন আপনার জীবনে পাপের ফলগুলি উৎপন্ন হতে পারে না?

দেহ জীবন-যাপন

লক্ষ্য ৪ঃ আত্মার দানগুলির ব্যবহার এবং মণ্ডলীর ঐক্যের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি জীবন্ত ও সরল দেহ হিসাবে মণ্ডলীর দৃঢ় কাঠামো ও শৃংখলা রয়েছে। ঈশ্বর সৌন্দর্য ও শৃংখলার ঈশ্বর। তিনি জীবন্ত ও ক্রীয়াশীল। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মণ্ডলীর প্রতি এবং জগতের প্রতি ঈশ্বরের উদ্ধারকারী পরিচালনা সম্পূর্ণ করবার জন্য।

মণ্ডলী হল বিশ্বাসীদের একটি ঐক্যবদ্ধ দেহ। বিশ্বাসীদের এই একতা থেকে মণ্ডলী কাজ করবার শক্তি পায়। এই একতা আন্তরিক এবং এটি আত্মিক অনুগ্রহ (দান) স্বরূপ। আত্মার ঐক্য মণ্ডলীর সভ্যদের শক্তি যোগায় এবং জগতের কাছে তাদের উত্তম শিষ্য হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মণ্ডলীর ঐক্য রক্ষা করবার জন্য তাকে অবশ্যই আত্মার ফল-গুলি লাভ করতে হবে। যে বিশ্বাসীর চরিত্র খ্রীষ্টের মত সে তার নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু খ্রীষ্টের দেহের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেবে। প্রেরিত পৌল বলেছেন যে, নম্রতা, মৃদুতা ও ধৈর্যের মধ্যে দিয়েই আত্মার ঐক্য রক্ষা সম্ভব (ইফিষীয় ৪:১)। দেহের মধ্যে সহযোগীতা গড়ে তুলবার জন্য আত্মা এই অনুগ্রহ মণ্ডলীকে দান করে থাকেন। ঐক্য হল দেহের চূড়ান্ত অস্তিত্ব—অর্থাৎ দেহই ঐক্য। পৌল একে বর্ণনা করেছেন এক দেহ, এক আত্মা, এক আশা, এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক বাপ্তিস্ম, এবং সকলের এক ঈশ্বর ও পিতা (ইফিষীয় ৪:৪-৫)।

এই ঐক্য মানে সমতা নয়। দেহের সব সদস্য যে এক রকম তা এখানে বুঝান হয়নি। কিন্তু সম্পূর্ণ দেহের স্বার্থে প্রত্যেক সদস্য তার নিজ নিজ অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করবে সেই বিষয়ে এখনে আমরা লক্ষ্য করি। ঐক্য তখনই সম্ভব হয় যখন প্রত্যেক বিশ্বাসী দেহের জন্য সদস্য সদস্যাদের সাথে একাত্ম হয়ে চলে।

মণ্ডলীতে কি ধরনের ঐক্য থাকা উচিত তা দেখানো, মণ্ডলীকে দেহের সাথে তুলনা করবার একটি কারণ। এখানে যে মূল চিন্তা রয়েছে তা হল আমরা পৃথক পৃথক কোন অংশ নই, কিন্তু "আমরা সবাই একে অন্যের সংগে যুক্ত" (ইফিষীয় ৪:২৫)। একদিক দিয়ে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আবার অন্য দিক দিয়ে আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি আত্মিক দেহে সংগ্রহিত করা হয়েছে। যেখানে পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে।

দেহের সদস্যদের প্রতি মন্ডলীর দায়িত্ব কি? ৩য় পাঠে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এগুলি হলো ঃ

১। গঠন —নিজেকে গড়ে তোলা।

২। পবিত্রীকরণ —পবিত্র ও ধার্মিক জীবন-যাপন করা।

৩। শিক্ষাদান —সদস্যদের শিক্ষা দান।

৪। সংশোধন —যারা ভুল করে তাদের শুধরানো।

আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে, দেহের সদস্যদের পরিচর্যার সক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন বর দান করেন। এখন আমরা, পবিত্র আত্মা যাদেরকে দানগুলি দেন তাদের বিষয় আলোচনা করব।

১৩। ১ করিন্থীয় ১২ঃ২৭-৩১ এবং ইফিষীয় ৪ঃ১১-১২ পদ পাঠ করুন, এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) দানগুলি দেহের কোন্ অংশকে দেওয়া হয়?

.....

খ) দানগুলি কেন দেওয়া হয়?

.....

.....

গ) ১ করিন্থীয় ১২ঃ২৭-৩১ পদে দেওয়া দান বা উপাধিগুলি লিখুন।

.....

.....

ঘ) ইফিষীয় ৪ঃ১১ পদে অন্য আর কোন্ উপাধি দেওয়া হয়েছে?

.....

.....

ঙ) আপনার স্থানীয় মণ্ডলীতে এর যেগুলি আপনি লক্ষ্য করেছেন, সেগুলি লিখুন।

.....

.....

শিক্ষা, সংশোধন, পবিত্রীকরণ ও গঠনের জন্য মণ্ডলীকে কি-ভাবে দানগুলি দেওয়া হয়েছে তা কি আপনি বুঝতে পারেন? যখন মণ্ডলীর মধ্যে সমস্ত দানগুলি কাজ করতে থাকে এবং প্রেম ও ঐক্যের এক অনাবিল পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হয়, তখন মণ্ডলী সত্যই এক উদ্ধারকারী সমাজে পরিণত হয়।

পবিত্র আত্মার দানগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ও স্থান এখানে আমাদের নেই। "আত্মিক দানগুলি" বইটি থেকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য আপনি পেতে পারবেন।

খ্রীষ্টের দেহে প্রত্যেক সদস্যরই কিছু না কিছু করণীয় আছে। কোন কোন সদস্যকে অন্যদের থেকে হয়ত বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়; কিন্তু প্রত্যেকটি কাজই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দেহকে পরি-চালনা দেবার, বাক্য প্রচার করবার, এবং খ্রীষ্টের নীতিমালা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব থাকে পালকের। পরিচর্যার অন্য দানও তার থাকতে পারে।

দেহের কোন কোন সদস্যকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিছু কিছু লোকের রোগীদের জন্য প্রার্থনা, বিপদগ্রস্থদের সাহায্য, তাদের অর্থ, সময় ও বুদ্ধি দিয়ে পরিচর্যা করবার ক্ষমতা থাকে।

কাউকে কাউকে শিক্ষক হিসাবে আহবান করা হয়। অনেক মণ্ডলীতে সাণ্ডে স্কুল, বাইবেল ক্লাশ, যুব সমিতি মহিলা-সভা ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা থাকে। এগুলির জন্য নেতা ও শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিছু লোককে গান-বাজনার মাধ্যমে পরিচর্যার সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যদেরকে পবিত্র আত্মা দেখা শুনা বা তত্বাবধান করবার পরিচর্যা দান করেন। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে বিভিন্ন বরদানগুলির একটি হল "অন্যদের সাহায্য করা"। সাহায্য করবার দানটি অনেকের চোখে সহজে ধরা পড়তে না পারে; কিন্তু তবুও অনেকের মধ্যেই এটি থাকতে পারে। আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে, আতিথেয়তার মাধ্যমে, উপসনা গৃহ পরিষ্কার করার মাধ্যমে, বয়স্ক বা অসুস্থ লোকদের সাহায্য করবার মাধ্যমে, হতাশ নিরুৎসাহদের সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার মাধ্যমে, এমনিতর আরো অনেকভাবে অন্যদের সাহায্য করতে পারি।

কিছু দিন আগে এমন একজন বিশ্বস্ত লোকের কথা শুনেছি যার পরিচর্যা কাজ মণ্ডলীর বেশীর ভাগ লোকের অপরিচিত ছিল। প্রত্যেক রবিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে তার সাধারণ জামা কাপড় পরে নিত, এবং সবার আগে গীর্জাঘরে চলে যেত। গীর্জাঘরের প্রত্যেকটা রুমের জানালা, দরজা, চেয়ার লাইট, গান বই, বাইবেল সমস্ত কিছু উপাসনা ও বাইবেল ক্লাশের জন্য প্রস্তুত আছে কিনা সে তা তত্ত্বাবধান করত। তার এই পরিচর্যার ফলে উপাসনা গৃহ সব সময় প্রস্তুত ও ব্যবহারের উপযোগী হয়ে থাকত।

১ করিন্থীয় ১২ঃ৩১ পদে আমাদের বলা হয়েছে, "তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী হও।" পবিত্র আত্মা আমাদের যে দানই দেন না কেন, তা পাবার জন্য আমরা এইভাবে এগিয়ে আসি, এবং ঈশ্বরের গৌরবার্থে ও মণ্ডলীর ঐক্য স্থাপনে তা ব্যবহার করবার জন্য প্রস্তুত হই। ছোট বা কম দায়িত্বের পরিচর্যা হলেও আমরা তাই হৃষ্ট চিত্তে কাজে লেগে যাই এবং আমাদের এই আগ্রহী মনোভাব প্রকাশ করি।

সদস্যদের পরস্পরের ঐক্যবদ্ধ কাজ ও ব্যক্তিগতভাবে নিজের অংশ সম্পাদনের মাধ্যমে মণ্ডলী পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এর ফলে মণ্ডলী সমগ্র জগতে ঈশ্বরের উদ্ধারকারী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

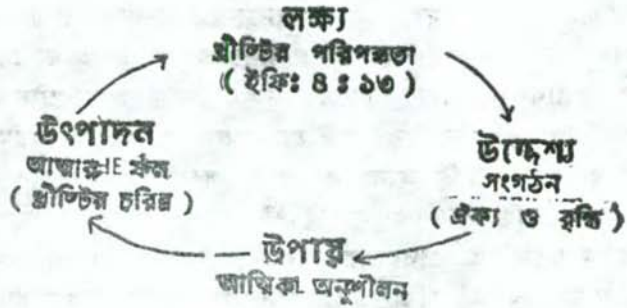

(পরিচর্যা)

১৪। ঐক্যের জন্য মণ্ডলীতে কোন্ দুটি বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে ?

.....

.....

১৫। যে বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছেন তার মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ ?

.....

১৬। দেহে পরিচর্যার চারটি দিক কি কি ?

ক)..... খ).....

গ)..... ঘ).....

১৭। মণ্ডলীর মধ্যে যখন দানগুলি কাজ করতে থাকে এবং সদস্য-দের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের মনোভাব দেখা দেয়, তখন তার কি ফল আমরা লক্ষ্য করি ?

.....

পরীক্ষা—৬

নীচের বাক্যগুলি পড়ুন। সত্য হলে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

...১। মণ্ডলী এমন একটি উদ্ধারপ্রাপ্ত সমাজ যাকে শিষ্য করবার ও শিক্ষা দেবার জন্য আহবান করা হয়েছে।

...২। কোন কোন স্থানীয় মণ্ডলীকে সুসমাচার প্রচার করবার জন্যে, এবং অন্যগুলিকে নিজেদের গেঁথে তুলবার জন্যে আহবান করা হয়েছে।

...৩। দেহের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি পরিচর্যা করা প্রয়োজন যেন তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

...৪। আমরা কে তার চেয়ে আমরা কি করি সেটি আরো গুরুত্বপূর্ণ।

...৫। আত্মার ফলগুলি পাবার জন্য আমাদের কিছুই করণীয় নেই, কারণ আমরা কি পাব বা পাব না পবিত্র আত্মাই তা ঠিক করে দেন।

...৬। ঐক্যবদ্ধভাবে পরস্পরের পরিচর্য্যার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের দুটি বিষয় দান করেছেন ঃ আত্মার ফল ও আত্মার দান।

...৭। আত্মার ফল বা খ্রীষ্টের গুণাবলী, অন্যদের সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের জীবনে প্রকাশিত (উৎপন্ন) হয়।

...৮। আত্মার দানগুলি আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের মত চরিত্র গড়ে তোলে, এবং আত্মার ফলগুলি দেহের প্রতি পরিচর্যায় আমাদের ক্ষমতা দান করে।

…৯। দানগুলি ব্যবহার করতে থাকলে, ফলগুলি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনে বৃদ্ধিলাভ করবে।

…১০। ঈশ্বর মণ্ডলীতে যে বরগুলি দান করেছেন, তার সবই আত্মিক পরিপক্কতার জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

.. ১১। খ্রীষ্টের সাথে ও তার দেহের সদস্যদের সাথে থাকতে থাকতে আমরা খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠি।

..১২। ধৈর্য, কোমলতা ও মহত্বকে অন্যদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফল হিসাবে বর্ণনা করা যায়।

…১৩। পবিত্র আত্মার কাছ থেকে দান পেলে পর বিশ্বাসীকে বিশেষ সম্মান দেওয়া উচিত। কারণ তিনি পবিত্র আত্মার কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন।

…১৪। মণ্ডলীতে যখন প্রেম ও ঐক্য থাকে এবং সেখানে যখন আত্মার দানগুলি ব্যবহার করা হয়, তখন মণ্ডলী আত্মিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা লাভ করে।

…১৫। আত্মার দানগুলির উদ্দেশ্য হল মণ্ডলীকে গঠন, শিক্ষাদান, সংশোধন ও পবিত্রীকরণ।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৯। আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর উপর সমর্পণের মাধ্যমে।

১। খ) পাপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিশ্বাসীকে নিয়ে এটি গড়ে উঠেছে। জগতের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে।

১০। ক) যীশু তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী না চলে বরং তাঁর পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে চেয়েছেন।

খ) পিতার ইচ্ছাই যেন জগতে সিদ্ধ হয়, যীশু সেটিই আকাংখা করেছেন।

গ) যখন তিনি দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন তখনও যীশু পিতার ইচ্ছাকে প্রথম স্থান দিয়েছেন।

২। ক) মিথ্যা

খ) সত্য

গ) সত্য

ঘ) সত্য

ঙ) সত্য

১১। আপনার উত্তর হুবহু আমার মত না হতে পারে, কারণ কোন কোন বর্ণনার সাথে বেশ কয়েকটি গুণাবলীর সম্পর্ক রয়েছে। যাই হোক, আমার উত্তর নীচে দেওয়া হল।

ক) আনন্দ

খ) নম্রতা

গ) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

ঘ) কোমলতা

ঙ) প্রেম

চ) বিশ্বস্ততা

ছ) শান্তি

জ) মহত্ব

ঝ) ধৈর্য

৩। প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও ইন্দ্রিয়দমন (পুরাতন অনুবাদ)।

১২। আপনার উত্তর।

৪। পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে দিতে হবে, যেন তিনি ফলগুলি আমাদের জীবনে উৎপন্ন করতে পারেন।

১৩। ক) দেহের প্রত্যেক সদস্যই দানগুলি গ্রহণ করতে পারে।

খ) খ্রীষ্টিয় সেবা কাজের জন্য, অর্থাৎ দেহকে গড়ে তুলবার জন্য।

গ) প্রেরিত, ভাববাদী, শিক্ষক, নানাবিধ পরাক্রমকার্য সাধনের শক্তি, পরে আরোগ্য সাধক অনুগ্রহদান, সাহায্যদানে তৎপরতা, পরিচালনার ক্ষমতা, ও নানাবিধ ভাষা (আশা, আলো, জীবন অনুবাদ থেকে নেওয়া)।

ঘ) প্রচারক, পালক।

ঙ) আপনার উত্তর।

৫। তিনি আমাদের যে দানগুলি দিতে চান আমাদের অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে, এবং ঈশ্বরের গৌরবার্থে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে। আত্মার কাছে নিজেদের মুক্ত করে দিয়ে এবং দানগুলি ব্যবহার করবার মধ্যে দিয়ে, আমরা দানগুলির জন্য আমাদের আকাংখার কথা প্রকাশ করতে পারি।

১৪। মণ্ডলীর মধ্যে আত্মার ফলগুলি থাকতে হবে, এবং প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র আত্মার দানগুলি ব্যবহার করতে হবে।

৬। তিনি আমাদের আত্মার ফলগুলি দিয়েছেন, যেগুলি আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের গুণাবলী উৎপন্ন করে। দেহের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি আমাদের আত্মার দানগুলি দিয়েছেন।

১৫। দেহের প্রতি পরিচর্যা হিসাবে তাকে নিম্নভাবে ঈশ্বরের গোরবার্থে তা ব্যবহার করতে হবে।

৭। এগুলি আমাদেরকে খ্রীষ্টের মত চরিত্র দান করে যেন আমরা অন্যদের কাছে আদর্শ স্বরূপ হতে পারি, এবং অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করবার জন্য এগুলি আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে।

১৬। ক) গঠন
খ) পবিত্রীকরণ
গ) শিক্ষাদান
ঘ) সংশোধন

৮। ক) তিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন।
খ) অন্যদের জন্য নিজেকে দান করবার মাধ্যমে। (এর অর্থ শুধু এই নয় যে অন্যের বদলে আপনাকে মরতে হবে, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের পূর্বে অন্যের প্রয়োজনকে স্থান দেওয়াও এর দ্বারা বুঝান হয়েছে)।

১৭। পরিপক্কতা ও বৃদ্ধি।